খাতড়ায় হনুমানকে ঘুমপাড়ানি গুলি, স্বস্তি এলাকাবাসীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ এক বেয়াদব হনুমানকে গুলি করে ঘুম পাড়িয়ে আটক করল বনকর্মীরা। বেশ কয়েক দিন ধরেই লাগাম ছাড়া উৎপাত করছিল হনুমানটি। তার অত্যাচারে রাস্তা দিয়ে চলাচল করা আতঙ্কের হয়ে উঠেছিল। বিদ্যালয়ে যাতায়াত প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়ে উঠেছিল খাতড়ার কংসাবতী শিশু বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের। বনদপ্তরে অসংখ্য অভিযোগ জমা পড়েছিল হনুমানটিকে শায়েস্তা করার আবেদন জানিয়ে। শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার ঘুমপাড়ানি গুলি দিয়ে কাবু করা হয় তাকে। হনুমানটি সুস্থ হওয়ার পর বুধবার তাকে স্থানীয় একটি গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেয় বনবিভাগের কর্মীরা। মদন সরকার, রতন মহাতো ও উত্তম সহিস সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বেশ কয়েকদিন ধরেই হনুমানের উপদ্রব বেড়েছে খাতড়া শহরের কংসাবতী এলাকায়। তার ভয়ে কংসাবতী শিশু বিদ্যালয়ের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যাতায়াত করার সাহস পাচ্ছিল না। মহিলাদের পক্ষে একা বাজারে বের হওয়া মুসকিল হয়ে পড়েছিল। মানুষ দেখলেই তেড়ে আসছিল হনুমানটি। এই ঘটনায় কংসাবতী স্কুল কর্তৃপক্ষসহ অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা হনুমানের অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে খাতড়া বনবিভাগের কাছে অভিযোগ করেছিলেন। তার প্রেক্ষিতে বনবিভাগের কর্মীরা খাঁচা পেতে হনুমানটিকে ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু বনবিভাগের পাতা ফাঁদে পা না দিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে হনুমানটি। এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভ বাড়তে থাকে। ফলে মঙ্গলবার ঘুমপাড়ানি গুলি দিয়ে সেটিকে খাঁচায় বন্দি করা হয়। খাতড়ার রেঞ্জ অফিসার প্রবীর চ্যাটার্জী বলেন, বাঁকুড়া দক্ষিণ বনবিভাগের বনাধিকারিক মহিমা প্রসাদ প্রধানের নির্দেশ মতো মঙ্গলবার হনুমানটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি দিয়ে খাঁচায় বন্দী করে রাখা হয়। বুধবার সকালে পশু চিকিৎসক দিয়ে তার চিকিৎসা করানো হয়। এখন হনুমানটি সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। এরপর বনাধিকারিকের নির্দেশে সেটিকে গাড়িতে চাপিয়ে একটি গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। বনবিভাগের নিয়মানুযায়ী জঙ্গলের নাম না জানানো হলেও স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, রানিবাঁধের বারোমাইল জঙ্গলে সেটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বাঁকুড়া জেলাজুড়ে রবীন্দ্রপ্রয়াণ দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ রবীন্দ্রপ্রয়াণ দিবসে জেলাজুড়ে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় বুধবার সকাল থেকেই। সরকারি অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে সাড়ম্বরে পালিত হলো দিনটি। জেলা তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক অরুণাভ মিত্র জানান, এদিন বাঁকুড়া জেলা সারদামণি মহিলা মহাবিদ্যাপীঠে কবি গুরু স্মরণে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী পঞ্চায়েত ও প্রামোন্নয়ন দফতর শ্যামল সাঁতরা, এছাড়াও বাঁকুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান মহাপ্রসাদ সেনগুপ্ত এবং অন্যান্যরা। এছাড়াও বিকেলে গান্ধীবিচার পরিষদে টেগর

কালচারাল একাডেমির আয়োজন 'অন্তরতম'।

এই অনুষ্ঠানের আকর্ষণ গানে, গল্পে, কবিতায়। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা দেবাশীষ মৌলিকের বক্তব্য, প্রতি বছরের মতো এবছরও এই দিনটিকে পালন করতে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আসছি। এছাড়াও জেলার অন্যান্য জায়গায় কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

কলেজে বসেছে বায়োমেট্রিক মেশিন, তবু হাল ফিরছেনা শিক্ষার

চন্দ্রজিৎ মজুমদার, কান্দি ঃ কলেজের স্থায়ী ও অস্থায়ী অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও কলেজের কর্মীদের কলেজ ফাঁকি বন্ধ করতে ইতিমধ্যে কলেজে চালু হয়েছে বায়োমেট্রিক মেশিন। কলেজ প্রশাসনের পক্ষ থেকে শুরু হয়েছে পরিকাঠামোর উন্নয়নের কাজ। এবার অন্য পথে কলেজে আসতে চাইছেন না কলেজের এক শ্রেণির স্থায়ী অধ্যাপক ও অধ্যাপিকারা। সামান্য কারণ দেখিয়ে কলেজে ছুটির আবেদন করে কলেজের ক্লাস বন্ধ করে দিচ্ছেন। ঘটনাটি মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার ভরতপুর-২ নম্বর ব্লকের সালার মুজফর আহম্মেদ মহাবিদ্যালয়ে। কলেজের পরিকাঠামোর সমস্যার কথা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সুকান্ত পাল জানালেও কলেজের স্থায়ী ও অস্থায়ী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে বিষয়টি নিয়ে কান্দির মহকুমা শাসক তথা সালার মুজাফর আহম্মেদ মহাবিদ্যালয়ের এ্যাডমিনিস্ট্রেটর অভীক কুমার দাস সাফ জানিয়েছেন, আমি গ্রামবাসীদের কাছে সব কিছু শুনেছি। আমি ছাত্রছাত্রীদের সাথেও কথা

বলেছি। আমি পুরো নোট-শিট বিষয়টা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজ্য সরকারকে পাঠাব। তবে বিষয়টি নিয়ে কলেজের কোনও অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা কিছু বলতে রাজি হননি। মুর্শিদাবাদের কান্দির ভরতপুর-২ নং ব্লকের অধীন সালার মুজফর আহম্মেদ মহাবিদ্যালয়। কান্দির সালার থানার বাসিন্দাদের কাছে এটি একমাত্র কলেজ। সালার থানা এলাকার বাসিন্দাদের ও ছাত্রছাত্রীদের কথায়, সালার কলেজ এক সময় এলাকার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য গ্রামবাসীদের দান করা জায়গায় প্রতিষ্ঠা করা হলেও এখন কিছু স্থায়ী, অস্থায়ী শিক্ষকের জন্য প্রায় বন্ধ হতে বসেছে পঠন-পাঠন। আমরা প্রতিকার চাই। চলতি মাসের ১ আগস্ট থেকে মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার ভরতপুর-২ নং ব্লকের সালার মুজফর আহম্মেদ মহাবিদ্যালয়ে চালু হচ্ছে বায়োমেট্রিক হাজিরা সিস্টেম। এর ফলে এখন থেকে আর খাতায় কলমে নয় বায়োমেট্রিক মেশিনে অনলাইনে নথিভুক্ত হবে কলেজ আসা-যাওয়া সকল অধ্যাপিকা, অধ্যাপক, পার্ট টাইমার, কর্মীদের হাজিরার তথ্য। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সুকান্তপাল কলেজের অস্থায়ী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে জানিয়েছেন, সালার রেল স্টেশনের উল্টো দিকে এই কলেজ আজ থেকে ৩২ বছর আগে ১৯৮৬ সালে শুরু হলেও এখন প্রায় উঠে যেতে বসেছে। কলেজে এখন প্রায় চার হাজার ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করে। কলা বিভাগ পড়ানো হয়। স্থায়ী শিক্ষক রয়েছেন ১১ জন, পার্টটাইম শিক্ষক রয়েছেন ১০ জন, গেস্ট টিচার ১১ জন। অশিক্ষক কর্মী রয়েছেন ১১জন। কান্দির মহকুমা শাসকের উদ্যোগে মহাবিদ্যালয়ে চালু হচ্ছে বায়োমেট্রিক হাজিরা সিস্টেম।

বিজেপি আগে কেন্দ্র বাঁচাক, পরে বাংলা ঃ অরূপ

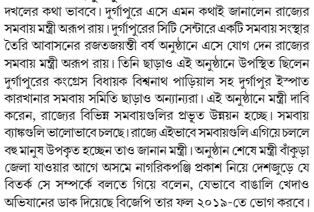

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ বিজেপি আগে কেন্দ্র বাঁচাক, পরে বাঙলা দখলের কথা ভাববে। দুর্গাপুরে এসে এমন কথাই জানালেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে একটি সমবায় সংস্থার তৈরি আবাসনের রজতজয়ন্তী বর্ষ অনুষ্ঠানে এসে যোগ দেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। তিনি ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুরের কংগ্রেস বিধায়ক বিশ্বনাথ পাড়িয়াল সহ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার সমবায় সমিতি ছাড়াও অন্যান্যরা। এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী দাবি করেন, রাজ্যের বিভিন্ন সমবায়গুলির প্রভূত উন্নয়ন হচ্ছে। সমবায় ব্যাঙ্কগুলি ভালোভাবে চলছে। রাজ্যে এইভাবে সমবায়গুলি এগিয়ে চললে বহু মানুষ উপকৃত হচ্ছেন তাও জানান মন্ত্রী। অনুষ্ঠান শেষে মন্ত্রী বাঁকুড়া জেলা যাওয়ার আগে অসমে নাগরিকপঞ্জি প্রকাশ নিয়ে দেশজুড়ে যে বিতর্ক সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, যেভাবে বাঙালি খেদাও অভিযানের ডাক দিয়েছে বিজেপি তার ফল ২০১৯-তে ভোগ করবে। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে সারা দেশ জুড়ে এর প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। এরাজ্যেও নাগরিকপঞ্জি প্রকাশের কথা প্রসঙ্গে মন্ত্রী অরূপ রায়-এর জবাব, গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল। বিজেপি আগে কেন্দ্র বাঁচাক, পরে বাঙলা দখলের চেষ্টা করবে।

অতি বৃষ্টিতে বাঁকুড়ায় ব্যাপক ক্ষতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ অতি বৃষ্টির ফলে বাঁকুড়া জেলায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। রবিবার থেকে সোমবার বেলা ৯টা পর্যন্ত একটানা ভারি বৃষ্টি হয়েছে বাঁকুড়ায়। এতে জেলায় জলমগ্ন হয়ে পড়ে বাঁকুড়া-১ ও ২, গঙ্গাজলঘাটি, মেজিয়া ও ছাতনা ব্লকের ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৪৫টি গ্রাম। বাঁকুড়া পুরসভার ৪, ৭, ৯, ১১, ১৮, ২০ ও ২২ এই ৭টি ওয়ার্ড ক্ষতিগ্রস্থ। জেলায় ১১৮৯৮ জন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। জেলায় ৯টি ত্রাণ শিবির খুলে ১১০৭ জনকে সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এদের খাবারের জন্য ৬টি নজরখানা খোলা হয়েছে। এই বন্যায় এপর্যন্ত ২৭৯টি বাড়ি সম্পূর্ণ ও ৯৯০টি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলায় ৭৪৮.৮৬ হেক্টর জমির ফসলের ক্ষতি হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে এখবর দিয়ে বলা হয়েছে, ১৬টি মেডিক্যাল টিম ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাগুলিতে কাজ করছে। জেলায় রাস্তা, কালভার্ট ইত্যাদি ভেঙ্গে ৩ কোটিরও বেশি টাকা ক্ষতি হয়েছে। জেলায় মোট ক্ষতির পরিমাণ ৪৮২৩৭০০০ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। সোমবারেই দুজনের মৃত্যু হয়। দুটি গরু ও ১১টি ছাগল ভেসে গেছে। উদ্ধার কাজের জন্য ৩টি স্পীড বোট কাজে লাগানো হয়েছে। জেলাশাসক জানান, প্রাথমিকভাবে এই ক্ষতির হিসাব জানা গেছে। ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। বৃষ্টি বন্ধ হওয়ায় জনজীবন ক্রমেই স্বাভাবিক হচ্ছে এবং পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখা হয়েছে।

ক্যানেলের জলে স্নান করার সময় তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু ছাত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ স্নান করতে নেমে ক্যানেলের জলে তলিয়ে গেল এক স্কুল ছাত্রী। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে জেলার হিড়বাঁধ ব্লকের হাতিরামপুর (পাথরডিহি) ক্যানেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত ছাত্রীটির নাম অঙ্কমী মল্ল (১০)। সে স্থানীয় একটি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। এদিন স্কুলে যাবার আগে ক্যানেলে স্নান করতে গিয়েছিল। সেই সময় ক্যানেলের জলে তলিয়ে যায় সে। হিড়বাঁধ থানার পুলিশ সূত্রের খবর, মঙ্গলবার বিকাল পর্যন্ত ওই ছাত্রীর দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। ওই ক্যানেলে জোরদার চলছে তল্লাশি। অন্যদিকে মেজিয়ার ব্লকের পুর্ণিয়া এলাকায় সোমবার সকালে একটি ছোটো খাল পার হবার সময় ভেসে যাওয়া গুনময় ভাণ্ডারীর (৬০) মৃতদেহ স্থানীয় নন্দনপুর গ্রামের কাছে রামচন্দ্রপুরে মঙ্গলবার সকালে উদ্ধার করা হয়েছে। গন্ধেশ্বরী জলের তোড়ে যে দোতলা বাড়ি ভেঙ্গে পড়েছিল মঙ্গলবার সেটির মধ্য থেকে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

নদীর জলের তোড়ে সেতুর দুপার ভেঙ্গে পড়ায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতি বছরই এই সেতুরি দু'পাশ ভেঙ্গে পড়ে এবং তা মেরামতের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। ফলে ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষজন।

ক্যানেলে জল ছাড়লেই স্কুল যাওয়া বন্ধ, প্রাইমারী স্কুলের দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ ক্যানেলে জল ছাড়লেই স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় তালডাংরার ঢেঙাকেন্দ গ্রামের খুদে পড়ুয়াদের। তাই গ্রামে প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের দাবিতে বাসিন্দারা সরব হয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, গ্রামের বর্তমান পড়ুয়ারা পার্শ্ববর্তী পোড়ারডাঙ্গা, বলরামপুর সহ বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুলে পড়াশোনা করে। কিন্তু মাঝে ক্যানেল থাকায় তা পেরিয়ে তাদেরকে স্কুলে যেতে হয়। ক্যানেলে জল ছাড়লে সেই সময় পড়ুয়ারা স্কুলে যেতে পারে না। তাই গ্রামে একটি প্রাইমারী স্কুল স্থাপনে জন্য বাসিন্দার দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু তার কোনও উদ্যোগই নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। তালডাংরার সহ অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বাসুদেব মণ্ডল বলেন, ঢেঙাকেন্দ গ্রাম থেকে নিকটবর্তী পোড়ারডাঙা ও বলরামপুর প্রাইমারী স্কুলের দূরত্ব সড়ক পথে প্রায় ২ কিলোমিটার। মাঝে কংসাবতীর একটি শাখা ক্যানেল বয়ে গিয়েছে। সেই ক্যানেলে জল ছাড়লে রাস্তাঘাট জল কাদায় ভরে যায় এবং ক্যানেলের জল পেরিয়ে আসা যাওয়া সম্ভব হয় না। তাই এই সময় পড়ুয়ারা স্কুলে যেতে পারে না। গ্রামে একটি প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব জেলায় পাঠানো হয়েছিল সম্প্রতি তা খতিয়ে দেখার জন্য গ্রাম পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। সেখানে একটি প্রাইমারী স্কুলের প্রয়োজন রয়েছে। সেই মতো জেলায় রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। তালডাংরার বিডিও উজ্জ্বল কুমার বিশ্বাস বলেন, ঢেঙাকেন্দ গ্রামের বাসিন্দাদের দাবি মতো সেখানে একটি প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের চেষ্টা চলছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, খালগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঢেঙাকেন্দ গ্রামে ৭৫টি পরিবার বসবাস করেন। তার মধ্যে অর্দ্ধেকই তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের। গ্রামে ১টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র রয়েছে। সেখানে ৩ থেকে ৬ বছর পর্যন্ত শিশুরা যায়। কিন্তু গ্রামে প্রাইমারী স্কুল না থাকায় প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য তাদেরকে পার্শ্ববর্তী পোড়ারডাঙা, বলরামপুর সহ অন্যান্য স্কুলে পড়তে যেতে হয়। তবে বিদ্যালয়ে যাওয়ার রাস্তায় একটি ক্যানেল থাকায় পড়ুয়াদের যাতায়াত করতে অসুবিধা হয়। বিশেষ করে ক্যানেলে জল ছাড়লে তা পেরিয়ে যাওয়া পড়ুয়াদের পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। রবি অথবা খারিফ মরশুমে ক্যানেলে টানা জল থাকে। ওই সময় পড়ুয়াদের স্কুল বন্ধ করে দিতে হয়। অনেকেরই অভিভাবক সাইকেলে করে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসেন। আবার কেউ কেউ পড়ুয়াদেরকে কাঁধে চাপিয়ে ক্যানেলের জল ডিঙিয়ে ওপারে পৌঁছে দেন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার কোনও সুরাহা হয়নি। তাই বাসিন্দারা গ্রামে একটি প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের দাবিতে সরব হয়েছেন। ঢেঙাকেন্দ গ্রামের বাসিন্দা পেশায় প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক তপন পাইন বলেন, গ্রামে একটি প্রাইমারী স্কুলের দাবি দীর্ঘদিনের। আমি ইন্দপুরের স্কুলে শিক্ষকতা করি। গ্রামে প্রাইমারী স্কুল না থাকায় আমার ছেলে ও মেয়েকে বাধ্য হয়ে নিজের স্কুলে বাইকে করে রোজ নিয়ে যেতে নিয়ে আসতে হয়। গ্রামবাসী দিলীপ লোহার বলেন, আমি দিনমজুরি করি। কাজের জন্য দূরের স্কুলে ছেলেকে রোজ পৌঁছে দিয়ে আসা সম্ভব হয়না। তাই প্রায় দিনই স্কুল কামাই করতে হয়। শিক্ষকরা বকাবকি করেন। পড়াশোনার ক্ষতি হয়। তাই গ্রামে একটি প্রাইমারী স্কুল হলে ভালো হয়।

লরির ধাক্কায় চাষির মৃত্যু, উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক গরিব চাষির। মঙ্গলবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের ডিভিসি'র তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র যাওয়ার রাস্তায় নিতুড়িয়া থানা নাড়াগোড়িয়া এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম বতিরাম মলিক (৫৫)। তাঁর বাড়ি এই থানার পাবড়া গ্রামে। এদিন সকালে আমন ধান রোয়ার কাজে লাঙ্গল নিয়ে গ্রামের অদূরের জমিতে যাচ্ছিলেন ওই প্রৌঢ়। সেই সময় একটি গাড়ি দুটি গরু সহ ওই চাষিকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই ওই চাষি সহ গরু দুটি মারা যায়। এর পরই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে নিতুড়িয়া থানার পুলিশ এসে উত্তেজিত জনতার দাবি মতো মৃতের আত্মীয়দের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠানো হয়।

হেনস্থার প্রতিবাদে সভা ও মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ বিধায়ককে হেনস্থার প্রতিবাদে সভা ও মিছিল করল তৃণমূল। রবিবার পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভার বিধায়ক উমাপদ বাউরিকে রঘুনাথপুর-২ ব্লকের রুকনী এলাকায় রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে একদল বিজেপি কর্মী হেনস্থা করে বলে অভিযোগ। সেই ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে সেদিন রাতেই বিজেপির স্থানীয় এক নেতা ও একজন সাধারণ কর্মীকে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। তারই প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার রঘুনাথপুর-২ ব্লকের সদর চেলিয়ামা এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল ও সভা করে তৃণমূল। ওই সভায় দলের জেলা সভাপতি শান্তিরাম মাহাত, জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি সুশান্ত মাহাতো, বিধায়ক উমাপদ বাউরি সহ এলাকার দলীয় নেতৃত্ব হাজির ছিলেন।

বিষ্ণুপুরের বৈলাপাড়ায় ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক মানের মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ বিষ্ণুপুর শহরের বৈলাপাড়ায় ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি হবে। কৃষি বিপনন দপ্তরের অধীনে থাকা প্রায় চার একর জমিতে দোতলা কমপ্লেক্স ছাড়াও গেষ্ট হাউস, পাঁচিল, পার্কিং শেড সহ পর্যাপ্ত লাইটেরও বন্দোবস্ত করা হবে। দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরের প্রায় মাঝখানে অবস্থিত ওই কমপ্লেক্স তৈরি হলে নতুনভাবে সেখানে বাজার তৈরি হবে। তাতে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে। পাশাপাশি এলাকার নাগরিকদেরও বাজার-হাট করার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। কৃষি বিপনন দপ্তরের বাঁকুড়া জেলা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর মহম্মদ আকবর আলি বলেন, বৈলাপাড়ায় নতুন একটি মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি হবে। তার জন্য ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। টেণ্ডার প্রক্রিয়া চলছে। শীঘ্রই আরম্ভ করা হবে। বিষ্ণুপুর শহরে চকবাজার পুরসভার একটি ছোট মার্কেট কমপ্লেক্স ছাড়াও ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাধিক ছোট ছোট বাজার রয়েছে। কিন্তু সেই অর্থে বড় মার্কেট কমপ্লেক্স শহরে নেই। প্রায় ২০ বছর আগে শহরের বৈলাপাড়ায় কৃষি বিপনন দপ্তরের পক্ষ থেকে একটি মার্কেট তৈরি করা হয়। সেখানে ২০টি স্টল তৈরি হয়। পরবর্তীকালে তা বিলিও করা হয়। প্রথমে মালিকরা কিছুদিন স্টল খুললেও পরে একে একে সবকটিতেই ঝাঁপ পড়ে যায়। বর্তমানে ওই স্টলগুলি অধিকাংশ মালিক গোডাউন হিসাবে ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে, ১ বছর আগে সেখানে তিনটি স্টলে রাজ্য সরকারের প্রকল্প 'সুফল বাংলা' চালু করা হয়। কিন্তু বাকি স্টলগুলি খোলা হয় না। বছরের পর বছর ধরে সেগুলি এভাবেই পড়ে রয়েছে।

এদিকে শহরের বহু বেকার ব্যবসা করার জন্য সেখানে স্টল চেয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও তাঁরা তা পাচ্ছেনা বলে অভিযোগ তোলেন। এই অবস্থায় কংগ্রেসে আরও স্টল তৈরির দাবি জানা হয়। সেই মতো ১ বছর আগে কৃষি বিপনন দপ্তরের মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত বিষ্ণুপুরে সুফল বাংলা স্টলের উদ্বোধন এলে সেখানই তিনি নতুন একটি অত্যাধুনিক মার্কেট কমপ্লেক্স বানানোর কথা ঘোষণা করেন। সম্প্রতি তা মঞ্জুর হয়েছে এবং তার জন্য ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। বর্তমানে গোটা জায়গাটি খোলা অবস্থায় রয়েছে। সেখানে প্রথমে পাঁচিল তৈরির করা হবে। সেই সঙ্গে দোতলা কমপ্লেক্সে প্রায় ৫০টির বেশি স্টল তৈরি হবে। এছাড়াও একটি বড় গেস্ট হাউস, গাড়ি রাখার জন্য পার্কিং শেড তৈরি হবে। নীচের তলায় সবজি বাজার বসার জন্য একটি বড় শেড এবং আলোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হবে। দপ্তরের রাজা অফিস থেকে টেণ্ডার প্রক্রিয়া চলছে। শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হবে।

স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ দে বলেন, শহরের প্রায় মাঝখানে অবস্থিত হওয়ায় কৃষি বিপনন দপ্তরে মার্কেট কমপ্লেক্স ব্যাপকভাবে জমার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই অত্যাধুনিক পরিষেবা সম্পন্ন কমপ্লেক্স তৈরি হলে এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে তা প্রচার ও প্রসারের উদ্যোগ নিলে বহু বেকারের কর্মসংস্থান হবে বলে অনেকেই মনে করছেন।

আপনি কি আপনার জীবনের মূল্যবান পরীক্ষায় একটু বেশি নম্বর পেতে চান ?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
ব্রতচারী প্রশিক্ষণ শিবির
পরিচালনায় ঃ আরামবাগ ব্রতচারী মণ্ডলী
(নেহেরু যুব কেন্দ্র, হুগলী কর্তৃক অনুমোদিত)
স্থাপিত ঃ ১৪১২ রেজিঃ নং- এস/ওয়ান এল/৬৬৬৪৯
আরামবাগ, হুগলী
স্থান ঃ বিষ্ণুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, কালিপুর
(নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের পাশে)
শিবিরের সময়কাল ঃ ২৭শে আগস্ট – ৮ই সেপ্টেম্বর
সঙ্গে থাকবে First Aid Training এর ব্যবস্থা।
প্রান্তিক অনুষ্ঠান ঃ ৯ই সেপ্টেম্বর স্থান ঃ আরামবাগ রবীন্দ্রভবন।
অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ঃ- উড়িষ্যার কালাহান্দি উপজাতি সম্প্রদায়ের নৃত্য ও অসমের বিহু নৃত্য।
মোঃ 7548038080, 9547735850, 9093014017